শান্তিনিকেতন

কবীর

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম
বোলপুর
মূল্য চার আনা

প্রকাশক

শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস

২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস

২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

কবীর

কবীর পরখ

১

কিতনো মনারো পাঁব পরি
কিতনো মনারো রোয়।
হিংদূ পূজৈ দেবতা
তুর্ক ন কাহূ হোয়॥

পায়ে ধরিয়া বা বুঝাইলাম কত, কাঁদিয়া বা বুঝাইলাম কত, হিন্দু দেবতাকেই করিয়া চলিল পূজা, এবং মুসলমানও কাহারও আপন হইল না।

২

সবকী উৎপতি ধরতি
সব জীৱন প্রতিপাল।
ধরতী ন জানৈ আপ গুণ
ঐসা গুরু বিচার ॥

সকলের উৎপত্তি ধরিত্রী, সকল জীবেরই সে প্রতিপালক। ধরিত্রী জানে না আপনার গুণ, এমনই গুরুর বিচার।

৩

অস্তি কহোঁ তো কোঈ ন পতীজে
বিনা অস্তিকা সিদ্ধা ॥

"অস্তি" যদি বলি তো কেহই করেনা বিশ্বাস। "অস্তি" বিনাই সকলে সিদ্ধা কি না!

৪

আঁখি ন সূঝৈ বাৱরা
ঘর জরৈ দূর বুতায় ॥

চক্ষে দেখেনা পাগলা, জ্বলে ঘর আর নিবায় ধূলা !

৫

বস্তু অংতৈ খোজৈ অংতৈ
কোঁ্যাকর আবৈ হাথ ॥

বস্তু একখানে, খুঁজিতেছে আর একখানে, কেমন করিয়া তাহা পাইবে হাতে ?

৬

কহহিঁ কবীর পারস পরসৈ ক্যা
জস পাহন ভীতর লোহা ॥

কবীর কহেন,পারস পরস করিলে (আমার) কি ? (আমি যে রহিলাম) পাষাণের ভিতরে লোহার মতন।

৭

বহক মংডা তিন লোকমেঁ
বহক রহা সব ঠাঁর।
রত্ন অড়াইনি রেতমেঁ
কংকর চুনি চুনি জায়

অচৈতন্য মাথা তিন লোকে, অচৈতন্য রহে সব ঠাঁই।

সিকতার মধ্যে হারাইল রত্ন, (হতভাগা) এখন চলিয়াছে কাঁকর বাছিয়া বাছিয়া।

৮

গুরু বিচারা ক্যা করে
শিষ্যহি মাহৈ চুক।
ভাবৈ ত্যোঁ পরমোধিয়ে
বাঁস বজায়ে ফুঁক॥

গুরু বেচারা করিবে কি, শিষ্যের মধ্যেই চুক? যেমন যার ভাব তেমনি তার প্রবোধ; বাঁশ অনুসারেই তো বাজে ফুঁক।

৯

দিলকা মহরম কোঈ ন মিলিয়া
জো মিলিয়া সো গরজী।

অন্তরের মরমের কথা বলে এমন কেহই মিলিল না, যত লোক মিলিল সবই গরজী।

১০

সোই কহতে সোই হোউগে
নিকলি ন বাহর আউ।
হৌ হুজূর ঠাঢ়ো কহৌঁ
ধোখে ন জন্ম গরাউ॥

তাহা কহিতে কহিতে তাহাই যাইবে হইয়া, বাহির হইয়া কেন তবে আইস না।

"তুমি প্রভু" (দীন নহ), আমি দাঁড়াইয়া কহিতেছি এই কথা। ধোখায় এই জন্ম দিয়ো না কাটাইয়া।

১১

গুপ্ত প্রগট হৈ একৈ মুদ্রা!
কাকো কহিয়ে ব্রাহ্মণ শুদ্রা॥
ঝূঠ গর্ব ভূলৌ মতি কোঈ।
হিন্দু তুরুক ঝূঠ কুল হোঈ॥

যথা গুপ্ত তথা ব্যক্ত একই সকলের মুদ্রা, তবে কাহাকে বল ব্রাহ্মণ আর কাহাকে বল শূদ্র? মিথ্যা গর্ব্বে কেহ ভুলিও না। ইহা হিন্দু ও ইহা মুসলমান এই যে দুই সম্প্রদায়, ঝুঠা সেই ধারণা।

১২

জিন য়হ চিত্র বনাইয়া
সাঁচা সূত্রধারি।
কহহী কবীর তে জন ভলে
চিত্রবংত লেহি বিচারি॥

যিনি এই চিত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন তিনি সত্য সূত্রধার; কবীর কহেন, "সেই জন শ্রেষ্ঠ, যে সেই চিত্রকরকে লইয়াছে বিচার করিয়া।"

১৩

বেদকী পুত্রী স্মৃতি আঈ।
বংধরত বংধ ছোড়ি ন জাঈ॥

বেদের কন্যা আসিলেন স্মৃতি, তিনি বাঁধিলেন এমন বাঁধন যে কিছুতেই যায় না ছাড়ান।

১৪

সুধা জল পিবৈ নহী,
খোদি পিয়নকী হৌস ॥

সুধা জল করে না পান, আপনি খুদিয়া পান করিবার বাসনা।

১৫

চাঁটী জহাঁ ন চঢ়ী সকৈ
রাঈ নহিঁ ঠহরায়।
আরাগবনকী গম নহীঁ
তহঁ সকলৌ জগ জায় ॥

পিপীলিকা যেখানে চড়িতে পারে না, রাই যেখানে না দাঁড়ায়, যাওয়া আসার গম্য নহে যে স্থান, সেখানেই চলিয়াছে সমস্ত জগৎ।

কবীর উপদেশ

১

হংসা তূতো সবল থা
হলকী আপন চাল।
রংগ কুরংগে রংগিয়া
তৈঁ কিয়া লগবার॥

হংস (সাধক) তুইতো ছিলি সবল, হালকা ছিল তোর চাল (গতি); কুরঙ্গ রঙ্গে রঙ্গিয়া তুই বানাইয়াছিস্ আপন বন্ধন।

২

প্রেম পাটকা চোলনা
পহির কবীরু নাচ।
পানিপ দীন্হো তাসুকো
জো তন মন বোলৈ সাঁচ॥

প্রেম পাটের বসন পরিয়া হে কবীর, তুমি নাচ। যে তনুতে মনে বলে সত্য, সেই পায় এই বসন।

৩

সবতে সাঁচা ভলা
জো সাঁচা দিল হোয়।
সাঁচ বিনা সুখ নাহিনা
কোটি করৈ জো কোয়॥

সর্ব্বাপেক্ষা ভাল সত্য, যদি হৃদয়ে থাকে সত্য। সত্য বিনা সুখ নাহি, কোটি উপায় কেন কেহ না করুক।

৪

সংশয় সব জগ খংডিয়া
সংশয় খংডৈ ন কোয়।
সংশয় খংডৈ সো জনা
জো শব্দ বিবেকী হোয়॥

সংশয় সকল জগৎকে করিতেছে খণ্ডিত, সংশয়কে কেহ করেনা খণ্ডন। সেই জনই সংশয়কে করে খণ্ডিত, যে "শব্দকে" লইয়াছে চিনিয়া।

৫

বোলন হৈ বহু ভাঁতিকা
তেরে নৈন কছু না সূঝ।
কহহিঁ কবীর বিচারিকে
তূ ঘট ঘট বানী বূঝ॥

বাণী আছে বহু প্রকারের, তোর নয়নে নাই কিছু মাত্র দৃষ্টি; কবীর কহেন, তুই বিচার করিয়া ঘটে ঘটে বুঝিয়া নে বাণী।

৬

মূল গহেতে কাম হৈ
তৈ মত ভর্ম ভুলার।
মন সাগর মনসা লহরী
বহে কতহুঁ মত জার।

মূল গ্রহণেতেই কাজ; তুই যেন ভ্রমে ভুলিয়া না মরিস্। মন সাগর, কল্পনা লহরী, বহিয়া কোথাও যেন না যাস্।

৭

বাজীগরকা বাঁদরা
ঐসা জীব মনকে সাথ।
নানা নাচন নচায়কে
রাখৈ অপনে হাথ॥

মনের কাছে জীব যেন বাজীকরের বাঁদর। নানা নাচায় নাচাইয়া তাহাকে রাখিয়া দেয় আপনার হাতেই।

৮

বেড়া দীন্হী খেতকো
বেড়া খেতহী খায়।
তীন লোক সংশয় পড়ী
মৈঁ কাহি কহোঁ সমুঝায়॥

বেড়া দেওয়া গেল খেতে, বেড়া খাইল

খেতকেই। তিন লোক সংশয়ের মধ্যে রহিল পড়িয়া; আমি বুঝাইয়া বলিব কাহাকে?

৯

আপা তজৈ হরি ভজৈ
নথ সিথ তজৈ বিকার।
সব জীবসে নির্বৈর রহে
সাধ মতা হৈ সার॥

যে অহংকার ত্যাগ করে, হরিকে ভজনা করে, নখ হইতে শিখা পর্য্যন্ত বিকার ত্যাগ করে, সর্ব্ব জীবে নির্ব্বৈর থাকে, --সেই সাধুর মতই সার।

১০

মায়া তজে ক্যা ভয়া
জো মান তজা নহিঁ জায়।
জেহি মান মুনিবর ঠগে
সো মান সভনকো খায়॥

মায়া ত্যজিলে তো কি হইল, যদি মান ত্যজা না গেল? যেই মানে মুনিবর যান ঠকিয়া, সেই মানই তো সকলকে খায়।

১১

সমঝি বুঝি দৃঢ় হো রহে
বল তজি নির্বল হোয়।
কহৈঁ কবীর সো সন্তকো
পলা ন পকড়ৈ কোয়॥

সমুঝিয়া বুঝিয়া যে হইয়া থাকে দৃঢ়; বল ত্যজিয়া যে হয় নির্ব্বল; কবীর কহেন, সেই সাধকের পাল্লা ধরিতে পারে না কেহই।

১২

হীরাকী ওবরী নহীঁ
মলয়াগির নহি পাঁত।
সিংহোকে লেহংড়া নহীঁ
সাধু ন চলৈঁ জমাত॥

বহু হীরা এক স্থানে জন্মে না ; মলয়া গিরির পংক্তি হয়না, সিংহের ও পাল নাই, সাধু দল বাঁধিয়া চলেন না।

১৩

ঘাট-ভুলানা বাট বিন্
ভেখ ভুলানা কান।
জাকী মাড়ী জগতমেঁ
সো ন পড়া পহিচান॥

ঘাট ব্যর্থ হইল বাট বিনা। ভেখ ব্যর্থ হইল সীমা। যাঁহার রসে জগৎ সিক্ত, তাঁহাকে গেলনা চেনা।

১৪

জির বিনা জির বাঁচে নহীঁ
জির কো জীব আধার।
জীব দয়া কর পালিয়ে।
পংডিত করহু বিচার॥

জীব বিনা জীবে বাঁচে না, জীবই জীবের আশ্রয়। জীবকে দয়া করিয়া কর পালন, হে পণ্ডিত, এই কথা দেখ বিচার করিয়া।

১৫

তৌ লৌ তারা জগ মগে
জো লোঁ উগে ন সূর।
তৌ লৌ জিব কর্ম্ম বশ ডোলৈঁ
জৌ লৌ জ্ঞান ন পূর॥

সে পর্য্যন্ত তারা জগ মগ করে, যে পর্য্যন্ত না সূর্য্যের না হয় উদয়।

সেই পর্য্যন্ত জীব কর্ম্ম বশে আন্দোলিত হয়, যে পর্য্যন্ত না জ্ঞান হয় পূর্ণ।

কবীর সাধনা

১

খেলো নিত মংগল হোরী
নিত বসংত নিত মংগল হোরী।
ভক্তি ভার ছিড়কো সাহিব পৈ
সুফল জন্ম নরনারী॥

নিত্য নিত্য খেল মঙ্গলের হোরী, নিত্যই বসন্ত, নিত্য মঙ্গলের কর বসন্তোৎসব। ভক্তি ভাব স্বামীর গাত্রে কর বর্ষণ—হে নরনারী, এই সংসারে জন্ম সফল করিয়া লও।

২

চরণামৃত পরসাদ চরণ রজ
অপনে সীস চঢ়ার।
লোক লাজ কুল কান ছাঁড়িকে
অভয় নিসান উড়ার॥

কথা কীর্ত্তন মংগল মহোছব
কর সাধনকী ভীর।
কভী ন কাজ বিগরি হৈ তেরো
সত সত কহত কবীর ॥

তাঁহার চরণামৃত, তাঁহার প্রসাদ তাঁহার পদধূলি লও মাথায় পাতিয়া, লোকলজ্জা কুলের সীমা ত্যাগ করিয়া অভয় নিশান দাও উড়াইয়া।

কথা, কীর্ত্তন, মঙ্গল, মহোৎসব এবং সাধনার উপর সাধনা তোল জমাইয়া।

কবীর কহিতেছেন "আমি সত্য সত্য বলিতেছি, তোমার লক্ষ্য কখনও হইবেনা ব্যর্থ।"

৩

মানুষ তন পায়ো বড়ে ভাগ।
অব বিচারকে খেলো ফাগ ॥
বিন জিহ্বা গাবৈ গুণ রসাল।
বিন চরণ নাচৈ অহদ চাল ॥

বিন কর বাজা বজে বৈন।
নিরখ দেখ জহঁ বিনা নৈন॥
বিনহী মারে মৃতক হোয়।
বিন জারে হোয় খাক সোয়॥
বিন মাংগে বিন জাঁচে দেয়।
সো সালিম বাজী জীত লেয়॥
বিন দীপক বরৈ অখণ্ড জোত।
পাপ পুন্ন নহিঁ লাগে ছোত॥
চন্দ্র সূর নহিঁ আদি অংত।
তহঁ কবীর খেলেঁ বসন্ত॥

বড় ভাগ্যে এই মনুষ্য তনু করিয়াছ লাভ, এখন সচেতন হইয়া কর বসন্তের উৎসব জিহ্বা বিনা কি রসাল গুণ গানই হইতেছে! চরণ বিনা চলিয়াছে অসীম নৃত্য! বিনা যন্ত্রে, বিনা হস্তে, কি বীণা বাজিতেছে! (যেখানে ইচ্ছা) সেখানে বিনা নয়নে এই লীলা কর প্রত্যক্ষ।

মৃত্যু বিনাই সকলে মরণ লাভ করিয়াছে, দাহ বিনাই সকলে ভস্ম হইয়া আছে। না চাহিতেই, না যাচিতেই যে দিতে পারে, পরিপূর্ণ বাজী তো সেই জিতিয়া লয়, দীপ বিনা অখণ্ড জ্যোতি উদ্ভাসিত। পাপ পুণ্যের (সেখানে) স্পর্শ লাগেনা।

কবীর কহেন "(যেথানে) না আছে চন্দ্র, না আছে সূর্য্য, সেখানে আমি মাতিয়াছি বসন্তের উৎসবে।"

৪

খেলেঁ সাধ সদা হোরী।
তহঁ দ্বন্দ উপাধি নহীঁ থোরী
তাল মূল সুর সদা বাট ধরি।
পচ্ছিম দিসা পর বাজৈ হোরী॥
খোল কপাট সহজ ঘর পায়া
সুন্দর রূপ সুরত গোরী।

নির্ত্ত সখী চতুর সব গাবৈঁ
বাজত তুরহী দৈ দৈ তারী ॥
ছিড়কত চীর রংগ চিত চংচল
প্রেম কেসর ভরি পিচুকারী।
সুর নর মুনি তঁহঁ হোত কুলাহল
প্রীত গুলাল উড়ত ভারী ॥
কোই নিরগুন কোই সরগুন রাচা
আপ বিসারি চলে সবহী।
কহৈঁ কবীর চেত নর প্রাণী
জুকত অতীত মিলেঁ্যা অবহী ॥

যেখানে সাধক নিত্য বসন্তোৎসবে মাতিয়াছেন; সেখানে নাই কোন দ্বন্দ্ব, নাই কোন উপাধি, নাই কোন দৈন্য।

সেখানে আদি তাল ও মূল রাগ চিরন্তন পথে যাত্রা করিয়া পশ্চিম দিগ্‌ভাগকে বসন্তোৎসবের সঙ্গীতে করিয়াছে পরিপূর্ণ।

দ্বার খুলিয়া আমি সহজের ঘরকে হইয়াছি

প্রাপ্ত। কি সুন্দর সেই সহজ রূপ! কিবা তাঁহার গৌর কান্তি!

যত সব চতুর সখী নৃত্য করিতেছেন, গীত করিতেছেন, তালে তালে বংশী বাজিতেছে। (প্রেম) চঞ্চল চিত্ত পিচকারীর মধ্যে প্রেম রঙ্গ ভরিয়া বসনে ভূষণে রং দিতেছে ছিটাইয়া।

সুর নর মুনির সেখানে কি আনন্দ কোলাহল! প্রেমের রঙ্গ আকাশকে করিয়াছে আচ্ছন্ন!

কেহ তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া মনে মনে করিয়াছে রচনা, কেহ তাঁহাকে সগুণ বলিয়া মনে মনে করিয়াছে রচনা, আসল আত্মাকে সকলেই গিয়াছে ভুলিয়া।

কবীর কহেন "হে নর, হে প্রাণবান, যিনি (বিশ্বের সকলের মধ্যে) যুক্ত, যিনি (বিশ্বের সকলের) অতীত, তাঁহার সহিত এখন হইবে মিলিত।"

মন মিলি পিতমরা খেলো হোরী ॥
সংসয় সকল জাত ছিন মাঁহী
আরাগরনকে ফংদা তোরী ॥
চিত চংচল অস্থির করি রাখো
সুরত নিরত করো এক ঠৌরী ॥
বাজত তাল মৃদংগ ঝাঁফ ডফ
অনহদ ধুনকৈ ঘন ঘোরী।
আরত রাগ সবৈ অনুরাগী
সার সুর অন্তর মোরী ॥
অগর বাস মহকৈ চহুঁওরী
সেত অবীর লৈ ভরি ঝোরী
অজর অমর ফগুরা নিতপারৈ
কহৈঁ কবীর গয়ে জমজোরী ॥

হে মন, প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিয়া হোলী লও খেলিয়া, জনম মরণের আবরণ ছিন্ন করিয়া সকল সংশয় ক্ষণকালমধ্যে যাইবে

বিলুপ্ত হইয়া। চঞ্চল চিত্তকে লও স্থির করিয়া। প্রেম বৈরাগ্যকে এক আধারে লও অচল করিয়া॥

মৃদঙ্গে ঝম্ফে ডম্ফে ঘন ঘোর রবে বাজিতেছে অসীম সঙ্গীতের তাল। পরম অনুরাগ ভরে যত রাগিণী সবাই আসিতেছে (আমার অন্তরে), (বিশ্বের) সার সুর আমার অন্তরে।

চারিদিকে ভরিয়া উঠিতেছে অগুরুর গন্ধ। ঝোলা ভরিয়া লইয়াছি শুভ্র আবির। অজর অমর বসন্তোৎসব নিত্য কাল পাইতেছি। কবীর কহেন "গিয়াছে চলিয়া জমের জুলুম।"

৬

তুম ঘট বসন্ত খেলো সুজান।
সন্ত শব্দমেঁ ধরো ধ্যান॥
কহৈঁ কবীর সুখ ভয়ো ভোগ।
এক প্রেম বিনা সকল রোগ॥

তোমার অন্তরে সেই সৃজন করিতেছেন বসন্তের উৎসব। তাঁহার সত্য সঙ্গীতে ধ্যানকে কর ধারণ। কবীর কহেন, "সুখ তো (যথেষ্ট) সম্ভোগ হইল; এক প্রেম বিনা সবই হইয়া রহিল ব্যাধিরূপ।"

৭

চাচর খেলো হো সমঝ
মন চাচর খেলো ॥
চাচর খেলো কংত মিলি
চিত চরণ লগাই।
সন্ত সংগত সত ভার করি
সুখ মংগল গাই ॥
জনম জনম ভরমত রহো
জীব নেক ন বুঝের।
কামনাকে ভীড়মেঁ
নিজ খেল ন সুঝের ॥

এক হংকার ওর কামনা
ইন সংগ মন বংধা ।
মৌতনমৌত লে জাতু হৈ,
চীন্হৈ নহিঁ অংধা ॥
তীন লোক চাচর রচী,
ভূলোঁ ভ্রম মায়া ।
সেরককো সেরা করেঁা
সাহিব বিসরায়া ॥
য়হ ওসর অব জাতু হৈ
চেতো নর প্রাণী ।
আদি প্রেম চিত দৃঢ় গহো
ছূ'টে জম থানী ॥
খেলো স্থরত সম্হারিকে
প্রীত পতি উর রাখো ।
প্রেম মগন রহো প্যারসোঁ
অমৃত রস চাখো ॥
নাদ প্রেম সম্হারিকে
তার মৃদংগ সংগ মিলাবো ।

আদি সুর বিচারকে
নিজ ধুন উপজারো ॥
নিস বাসর খেলো সদা
জাতে লোঁ লাগৈ।
পীরসেতী পরিচয় করো
সকলৈ ভ্রম ভাগৈ ॥
প্রীত সন্তোষকী অর্গজা
সব অংগ লগারো।
সকল জগত ছায়কে
অবীর গুলাল উড়ারো ॥
নাচৈ নবেলী নারী
সবৈ মিলিকে ইক ঠৌরা।
চাচর খেলো প্রীতসোঁ
ছুটে সব ভৌরা ॥
পিচুকারী ভরু অগর বাস
খেলো পিয় সংগা।
মহকৈ বাস সুবাস
খেল লাগে অতি রংগা ॥

খেলৈঁ সংত সুজান
কোঈ য়া গতিকো জানৈঁ ।
অনজানে বাদৈ সবৈ
কোঈ নেক ন মানৈ ॥
কহৈঁ কবীর বিচারকে
ছাঁড়ো সব আসা ।
ঐসী চাচর খেলঈ
প্রভু বনৈ দাসা ॥

সচেতন হইয়া বসন্তোৎসবে প্রবৃত্ত হও, হে মন, সচেতন হইয়া উৎসবে হও প্রবৃত্ত ।

কান্তের সঙ্গে মিলিত হইয়া খেল হোরি। তাঁহার চরণে লগ্ন কর চিত্তকে। সত্যের কর সঙ্গ, সত্যকে কর ভাবনা, আনন্দ মঙ্গলের গীত কর গান ।

জনম জনম ঘুরিয়া মরিলে হে জীব, কল্যাণকে পারিলে না চিনিতে! কামনার কোলাহলের মধ্যে নিজের প্রেম-খেলাকে চিনিয়াই লইতে পারিলে না!

এক অহঙ্কার ও তাহার উপর আবার কামনা, ইহাদের সঙ্গে মন একেবারে হইয়া গেল বদ্ধ! তাই ত মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে তোমাকে লইয়া যাইতেছে টানিয়া, অন্ধ তোমার নয়ন, বুঝিবে কেমন করিয়া?

তিন লোকে চলিয়াছে বসন্তের উৎসব, আর তুমি ভ্রমে মায়াতে রহিয়াছ ভুলিয়া! স্বামীকে বিস্মৃত হইয়া সেবকের করিতেছ সেবা! অবসর যাইতেছে বহিয়া, হে প্রাণ, সচেতন হও; আদি প্রেমকে চিত্তে কর গ্রহণ; মৃত্যুর গহ্বর হইতে রক্ষা পাইবে। প্রেমকে সামলাইয়া কর (প্রেম) খেলা, পতিকে রাখ হৃদয়ে, প্রিয়তমের সহিত প্রেমে হও মগ্ন। অমৃত রসের স্বাদ কর গ্রহণ।

প্রেমের সঙ্গীতকে লও সঙ্গত করিয়া, মৃদঙ্গ তাল মিলাও তাহার সঙ্গে। আদি সুরকে সচেতন ভাবে বুঝিয়া, আপন সুর কর উৎপন্ন। দিবারাত্রি নিত্য কাল এই

উৎসবে থাক মত্ত, যেন (তাহাতেই তোমার) প্রেম ও ধ্যান যায় লাগিয়া। প্রিয়তমের সঙ্গে পরিচয় কর—সকল ভ্রমই করিবে পলায়ন।

প্রীতি সন্তোষের সুরভি লাগাও অঙ্গে, সকল জগৎ ছাইয়া উড়াও আবির গুলাল।

তরুণী সুন্দরী করিতেছে নৃত্য, সকলে আসিয়া মিলিয়াছে এক ঠাঁই। আজ প্রিয়তমের সঙ্গে (বসন্ত) খেলা। কি অপূর্ব্ব সুবাস (মিলন মন্দিরকে) করিতেছে সুরভিত, বিচিত্র রঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে (বসন্ত) খেলা।

সাধু সজ্জন করিতেছেন এই খেলা, তাঁহারাই জানেন এই উৎসবের রহস্য। অনজানা (= স্বাদ পান নাই যাঁহারা) যাঁহারা, তাঁহারা সবাই মরিতেছেন বকিয়া, (কাজেই) কাহারই তাহা লাগে না ভাল।

কবীর বিচার করিয়া কহিতেছেন, "ছাড় সব তৃষ্ণা, এমন হোরি খেল, যেন প্রভু হইয়া যান দাস, এবং দাস হইয়া যান প্রভু।"

৮

আঁধর কর রাখে সবহিনকো
নৈনন ডার অবীর।
চীন্হো রে নর প্রাণী রাকো
নিসদিন চেত্তত গভীর॥

সকলের চক্ষুতে যিনি (প্রেমের) আবির দিয়া সকলকে করিয়া রাখিয়াছেন অন্ধ, হে নর, তাঁহাকে লও চিনিয়া, নিশি দিন প্রাণী গভীরভাবে করিতেছে যাঁহার ধ্যান।

৯

অব হম আনংদকো ঘর পায়ে।
জবসে দয়া ভঈ সাহিবকী
অভয় নিসান উড়ায়ে॥
তজি পরপংচ বেদ বিধি কিরিয়া
চরণ কঁবল চিত লায়ে।
হদ ঘর ছোড় বেহদ ঘর আসন
গগন মংডল মঠ ছায়ে॥

চংদ ন সূর দিবস না রজনী
তহাঁ জায় লৌ লায়ে।
কহৈঁ কবীর পিয়কী প্যারী
পিয়া পিয়া রটলায়ে॥

এখন আমি আনন্দের ঘরকে হইয়াছি প্রাপ্ত। যেদিন হইতে আমার প্রতি স্বামীর দয়া হইয়াছে, সে দিন হইতে আমি উড়াইয়াছি অভয় পতাকা।

বেদ, বিধি, ক্রিয়া ও প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণকমলে চিত্ত করিয়াছি সমাহিত, সীমার ঘরকে ছাড়িয়া অসীমের ঘরে করিয়াছি আসন, গগন মণ্ডলে আমার মন্দির করিয়া দিয়াছি ব্যাপ্ত।

চন্দ্র সূর্য্য দিবস রজনী যেখানে নাই সেইখানে গিয়া আমার ধ্যানকে হইয়াছি প্রাপ্ত। কবীর কহেন, "(আমি) প্রিয়তমের প্রেয়সী, 'হে প্রিয়তম, হে প্রিয়তম' এই নাম-জপ আমি সেখান হইতেই আনিয়াছি।"

১০

অখংড সাহবকা নাম
ঔর সব খংড হৈ।
খংডিত মের সুমের
খংড ব্রংহ্মাংড হৈ ॥
জাকা সাঈঁ সো হেত
সোই নির্ব্বন্ধ হৈ।
উন সাধনকে সংগ
সদা আনংদ হৈ ॥
চংচল মন থির রাখ,
জবৈ ভল রংগ হৈ।
তেরে নিকট উলটি ভবি পীব
সো অমৃত গংগ হৈ ॥
দয়া ভাব চিত রাখ
ভক্তিকে অংগ হৈ।
কহৈঁ কবীর চেত চেত
সো জগত পতংগ হৈ

অখণ্ড কেবল সেই স্বামীর নাম, তাহা ছাড়া আর সবই খণ্ডিত। মেরু, সুমেরু, এমন কি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত খণ্ডিত।

স্বামীর জন্য যাহার প্রেম, কেবল মাত্র সেই বন্ধনের অতীত। সেই সাধুদের সঙ্গেই কেবল নিত্য আনন্দ বিরাজমান!

চঞ্চল মন স্থির কর, তবেই দেখিবে কি অপূর্ব্ব রঙ্গ, তোমার সম্মুখে যে উপুড় হইয়া পরিপূর্ণ রহিয়াছেন প্রিয়তম, তাহাই তো অমৃত গঙ্গা।

চিত্ত মধ্যে দয়া প্রীতি কর ধারণ, কারণ ইহাই তো ভক্তির অঙ্গ। কবীর কহেন, "অন্তরে হও জাগ্রত, কারণ স্বামী বিশ্বপ্রকাশ (ভানু)"

১১

সুর্ত সরোবর ন্হায়কে
মংগল গাইয়ে ॥

চল হংসা সত লোক
বহুত সুখ পাইয়ে
পরস পুরুষকে চরণ
বহুর নাহি আইয়ে
পুহুপ অনূপম বাস
হংসা ঘর চলী জিয়ে।
অমৃত কপড়ে ওঢ়ি
মুকুট সির দীজিয়ে॥
রহ ঘর বহুত অনংদ
হংসা সুখ লীজিয়ে।
বদন মনোহর গাত
নিরখকে জীজিয়ে॥
তুতি বিন মসি বিন অংক
সো পুস্তক বাঁচিয়ে।
বিন কর তাল বজায়
চরণ বিন নাচিয়ে॥
বিন দীপক উঁজিয়ার
অগম ঘর দেখিয়ে।

খুল গয়ে শব্দ কিৱাড়
পুরুষসোঁ ভেটিয়ে ॥
সাহব সম্মুখ হৈ
ভক্তি চিত লাইয়ে।
অনাদি জো অবাধ অনংত
দরস তাকো পাইয়ে ॥
কহৈঁ কবীর য়হ মংগল
ভাগন পাইয়ে।
সাঈঁ সংগত সোঁ লায়,
হংসা চল জাইয়ে ॥

প্রেম সরোবরে স্নান করিয়া মঙ্গল গান কর। হে সাধক, সত্য লোকে চল, প্রভূত আনন্দ পাইবে। সেই স্বামীর চরণ পরশ করিলে আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না।

পুষ্পের অনুপম সৌরভে পথ চিনিয়া, হে সাধক, সেই ঘরে যাও চলিয়া। অমৃতবসন পরিধান করিয়া শিরে লও মুকুট পরিয়া। সেই

ঘরে প্রভূত আনন্দ ; হে সাধক, তুমিও সেই আনন্দ গ্রহণ কর। সেই মনোহর বদন সেই মনোহর তনু দেখিয়া, থাক বাঁচিয়া।

বিনা আলোকে বিনা আঁধারে যাহা লেখা, সেই পুস্তক কর পাঠ। বিনা হাতে তাল বাজিতেছে, বিনা চরণে লও নাচিয়া। বিনা দীপে সব প্রকাশিত, অগম্য ঘর লও দেখিয়া ; সঙ্গীতের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, স্বামীর সঙ্গে কর সাক্ষাৎ।

স্বামী তোমার সম্মুখে, অন্তরে আনিয়া লও ভক্তি। যিনি অনাদি, অবাধ, অনন্ত, তাঁহার দর্শন কর লাভ। কবীর কহেন, "বহু, বহু ভাগ্যে এই মঙ্গল কর লাভ; স্বামিসঙ্গতে ধ্যানকে স্থাপন করিয়া, হে হংস হও অগ্রসর।"

১২

অগম প্ৰবীকো ধ্যান

খবর সাহিব কবো।

লীজে তত্ত্ব বিচার
সুরত মনমেঁ ধরো ॥
সুরত নিরত দোউ সংগ
অগমকো গম কিয়ো।
সবর বিবেক বিচার
শমা চিতমেঁ দিয়ো ॥
পিয়াক সুর লৌ লায়
অগোচর ঘর কিয়ো।
শব্দ উঠে ঝনকার
অলখ তহঁ লখি লিয়ো ॥
অলগ লখী লৌ লায়
ডারি আগে ধরো।
জগমগার রহ দেস
কেল হংসা করো ॥
কামনা ডোরী লায়
পুকারেঁ জীবকো।
হংসা চলে সঁভাল
মিলন নিজ পীবকো ॥

মংগল কহৈঁ কবীর
যোঁ সাহিব পাস হৈ।
হংসা আয়ে লোক
অমর ঘর বাস হৈ॥

অগম্য পুরীর কর ধ্যান, স্বামীকে কর অন্বেষণ। তত্ত্বকে বিচার করিয়া কর গ্রহণ, প্রেমকে কর মনের মধ্যে ধারণ।

প্রেমও বৈরাগ্যে উভয়ের মিলন হওয়ায় অগম্যকে করিয়াছি গম্য। চিত্তের মধ্যে প্রতীক্ষা, বিবেক, বিচার, শান্তি করিয়াছি দান। প্রিয়তমের সুরে ধ্যানকে মগ্ন করিয়া অগোচরকে আমার করিয়াছি ঘর। সঙ্গীত যেখানে হইয়া উঠিতেছে ঝঙ্কৃত, অলক্ষ্যকে সেখানে লইয়াছি দেখিয়া।

অলক্ষ্যকে লক্ষ্য করিয়া মগ্ন হও ধ্যানে, এবং তাঁহার সম্মুখে ধর ডালি। প্রভায় প্রদীপ্ত সেই দেশ; হে হংস, কর (সেখানে) কেলি।

কামনা বন্ধনরজ্জু লইয়া ডাকিতেছেন জীবকে, হংস তাই আপনাকে সামলাইয়া চলিয়াছে নিজ প্রিয়তমের মিলনে।

কবীর গাহিতেছেন এই মঙ্গল, "এমন করিয়াই তো স্বামী (সাধকের) পাশে বিরাজমান। হংস আসিল (তাহার) লোকে, অমর ঘরে হইল তাহার বাস।"

১৩

পুরব পচ্ছিম দেখ দক্‌খিন
উত্তর রহে ঠহরায়কে।
জহাঁ দেখো অগম্য গুরুকী
তঁহী তত্ত সমায়কে ॥
পকড় চরণ কর জোর
নিছাবর কীজিয়ে
তন মন ধন ঔর প্রাণ
গুরুকো দীজিয়ে ॥

পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর চাহিয়া দেখ, তিনিই রহিয়াছেন প্রতিষ্ঠিত করিয়া। যেখানে

দেখ সেখানেই সেই অগম্য গুরুর তত্ত্ব পরিপূর্ণ ভাবে সমাহিত। তাঁহার পায়ে ধরিয়া করজোড়ে তাঁহাকে দেও উপহার। তনু, মন ধন, প্রাণ সব সেই গুরুকে কর সমর্পণ।

১৪

দয়া কর জব মুক্তি দীন্‌হো
গহো তত্ত্ব ঘনায়কে।
পরম প্রীতম জান অপনে
হৃদয় লিয়ো সমায়কে ॥
জরা মরনকো ভয় নসায়ো
জব সাহিব দয়া করী।
কর্ম ভর্মকো ছাঁড়ি জিয়তে
সকল বাধা পরিহরী ॥
তুম মেরে পরম সনেহী
হংসা ঘর চলো।
ছাঁড়ি বিষয় ভবসাগর
হংসা হংসন মিলো ॥

সুরত নিরত বিচার
তত্ত্ব পদ সার হৈ।
বৈঠৌ হংসা সন্ত লোক
প্রেম আধার হৈ॥

দয়া করিয়া যখন (তিনি) দিলেন মুক্তি, তখন সেই তত্ত্বে আরও গভীর ভাবে ডুবিলাম। তাঁহাকে আপনার পরম প্রিয়তম জানিয়া হৃদয়ে লইলাম সমাহিত করিয়া।

স্বামী যখন করিলেন দয়া, তখন জরা মরণের ভয় গেল পলাইয়া।

কর্ম্ম ও ভ্রমকে জীবন হইতে পরিত্যাগ করিয়া সকল বাধাকে করিয়াছি পরিহার।

হে হংস, তুমি আমার পরম স্নেহের, চল ঘরে চল। বিষম ভবসাগরকে অতিক্রম করিয়া, হে হংস সব হংসদের সহিত হও মিলিত।

প্রেম ও বৈরাগ্য দিয়া বিচার করিয়া দেখ,

তত্ত্বপদই সার পদ। হে হংস, সত্যলোকে কর উপবেশন, প্রেমই তো রহিয়াছে আধার।

১৫

দেখি মায়াকো রূপ
তিরি ঁর আগে ফিরে।
তেরী ভক্তি গঈ বড়ী দূর
জীব কৈসে তরৈ॥
কবীর পারৈ বিচার
বহুর নহি ঁ আরঈ।
লোক লাজ কুল মেট
পরম পদ পারঈ॥

মায়ার রূপ দেখিয়া চঞ্চল তিমির ফিরিতেছে সম্মুখে, তোর ভক্তি গিয়াছে বহু দূরে; জীব তবে তরিবে কেমন করিয়া?

কবীর বলেন, "যে বিচারকে পাইয়াছে সে আর আসিবে না ফিরিয়া; লোক লজ্জা কুল সমস্ত মিটাইয়া সে পরম পদকে হইবে প্রাপ্ত।"

কবীর তত্ত্ব

১

মসি বিনু দ্বাইত কলম বিনু কাগদ
বিনু অক্ষর সুধি হোঈ।
সুধি বিনু সহজ জ্ঞান বিনু জ্ঞাতা
কহহিঁ কবীর জন সোঈ॥

মসি বিনা দেয়াত, কলম বিনা কাগজ, বিনা অক্ষরে যায় বুঝা। কবীর কহেন, "সেই জন বিনা বুঝাতেও সহজ, বিনা জ্ঞানেও জ্ঞাতা।"

২

হংসাপ্যারে,
সরবত তজি কঁহ জায়।
জেহি সরবর বীচ মোতিয়া চুগত হো
বহুবিধি কেলি করায়॥

স্থে তাল পুবইন জল ছাঁড়ে
কমল গয়ে কুম্হিলায় ।
কহহিঁ কবীর জো অবকী বিছুরৈ
বহুরি মিলৌ কব আয় ॥

হে প্রিয় হংস,

সরোবর ত্যাগ করিয়া চলিলে কোথায় ? যে সরোবরের মধ্যে মুক্তা চুষিয়া খাইলে, বহুবিধ কেলি করিলে (সেই সরোবর ত্যাগ করিয়া যাও কোথায়) ?

সুখাইল সরোবর, কুমুদ করিল জলকে পরিত্যাগ, কবীর কহেন, "যে এবার হইল বিচ্ছিন্ন, সে আবার মিলিত হইবে কতদিনে ?"

৩

গগন মংদিল বিচ ফুল এক ফূলা ।
তর ভৌ ডার উপর রাকে মূলা ॥
ফুল ভল ফ,লল মলিনি ভল গাঁথল ।
ফুলবা বিনসিগৌ ভঁবর নিরাসল ॥

কহহিঁ কবীর সুনো সংতো ভাঈ।
পংডিত জন ফূল রহল লোভাঈ॥

গগন মন্দিরের মধ্যে ফুল এক ফুটিল।
নীচে হইল তাহার ডাল, উপরে তাহার মূল।

ভাল ফুল ফুটিল, ভাল মালা মালিনী গাঁথিল। ফুল যখন শুকাইল ভ্রমর হইল তখন নিরাশ।

কবীর কহেন, "শোন সাধু ভাই, পণ্ডিত জন সেই ফুলে রহিল মজিয়া।"

৪

জোগিয়াকে নগর বসো মত কোঈ।
জো রে বসৈ সো জোগিয়া হোই॥
যে জোগিয়াকে উলটা জ্ঞানা।
কারা চোলা ন রাকে ম্যানা॥
প্রগট সো কন্থা গুপ্তা ধারী।
তামেঁ মূল সজীবন ভারী॥

রো জোগিয়াকী জুক্তি জো বূঝৈ।
রাম রমৈঁ তেহি ত্রিভুবন সূঝৈ॥
অমৃত বেলী ছিন ছিন পীবৈ।
কঁহৈ কবীর জোগী জুগ জুগ জীবৈ॥

এই যোগীর নগরে কেহই করিও না বাস, যে বাস করিবে সেও হইবে যোগী! উলটা জ্ঞান এই যোগীর, অঞ্জন (বর্ণ) এবং দেহ ইহাকে দিতে পারে না বাধা। প্রকাশ্য ইহার কন্থা, অন্তরে ইনি গুপ্তকে করেন ধারণ; তাহাতেই গভীর মূল, তাহাতেই গভীর জীবনাধার।

সেই যোগীর রহস্য যিনি বোঝেন, তিনিই রামের লীলামন্দির; ত্রিভুবন তাঁহার প্রত্যক্ষ; অমৃতের পাত্র তিনি ক্ষণে ক্ষণে করেন পান। কবীর কহেন, "এমন যোগী (যিনি এই রহস্য জানেন) যুগ যুগ থাকেন জীবিত!"

৫

জংত্রী জংত্র অনুপম বাজৈ।
বাকে অষ্ট গগন মুখ গাজৈ ॥
তূহী বাজৈ তূহী গাজৈ
তূহী লিয়ে কর ডোলৈ।
এক শব্দমেঁ রাগ ছতীসোঁ
অনহদ বানী বোলৈ ॥
গগন মংদিলমেঁ ভয়া উজিয়ারা
উলটা ফের লগায়া।
কহহিঁ কবীর জন ভয়ে বিবেকী
জিন্ জংত্রীমেঁ মন লায়া ॥

যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র বাজিতেছে অনুপম। অষ্ট গগনে তাঁহার মুখ হইতেছে নিনাদিত।

তুমিই বাজাইতেছ, তুমিই গাহিতেছ, তুমিই হাতে লইয়া দিতেছ দোলা। সেই এক শব্দেই ছত্রিশ রাগিণী, তুমিই বলিতেছ অসীম বাণী।

গগন মন্দির হইল দীপ্ত, উল্‌টা ফের গেল লাগান। কবীর কহেন, "যে জন সেই যন্ত্রীতে লাগাইল মন, সেই জনই হইয়া গেল বিবেকী।"

৬

চাতৃক কহাঁ পুকারৈ দূরী।
সো জল জগত রহা ভরপূরী॥
জেহি জল নাদ বিংদকে ভেদা।
সট কর্ম্ম সহিত উপাঞ্জৌ বেদা॥
জেহি জল জীব সীবকো বাসা।
সো জল ধরণী অমর পরকাসা॥
জোই জল উপজল সকল শরীরা।
সো জল ভেদ ন জানু কবীরা॥

চাতক কোথায় মরিতেছে দূরে চীৎকার করিয়া! সেই জলেই ত জগৎ রহিয়াছে ভরপুর।

যেই জলে নাদ ও বিন্দুর রহস্য, যেই জলে ষট্‌কর্ম্ম সহিত বেদ উৎপন্ন, যেই জলে

জীব ও শিবের বাস, সেই জলই ধরণী ও অমরকে করিয়াছে প্রকাশিত।

যেই জল হইতে সকল শরীর উৎপন্ন, হে কবীর, এখনও বুঝিলে না সেই জলের রহস্য !

৭

কর্ম্ম ন রাকে ধর্ম্ম ন রাকে
জোগ ন রাকে জুক্তি।
সীংগী পাত্র কছু নহিঁ রাকে
কাহে কো মাঁগে মুক্তি ॥
মৈঁ তোহি জানা তৈঁ মোহি জানা
মৈঁ তোহি মাহ সমানা।
উৎপতি পরলৈ একহুঁ নহি হোতে
তব করহু কৌন ব্রহ্মকো ধ্যানা ॥

তাহার না আছে কর্ম্ম, না আছে ধর্ম্ম ; না আছে তাহার যোগ, না আছে তাহার যুক্তি। সিঙ্গা পাত্র কিছুই তাহার নাই ; তবে কেন চায় মুক্তি ?

আমি জানিয়াছি তোমাকে, তুমি জানিয়াছ আমাকে, আমি তোমার মধ্যেই হইয়াছি সমাহিত। উৎপত্তি প্রলয় কিছুই যদি নাহি, তবে কোন ব্রহ্মের কর ধ্যান ?

কহহু হো অমর কাসে লাগা।
চেতনহারা চেত সুভাগা॥
জো খোজো সো উহবাঁ নাহীঁ।
সো তো আহি অমর পদ মাহীঁ॥
কহহিঁ কবীর পদ বুঝৈ সোঈ।
চাহ রাহ জাকে একৈ হোঈ॥

কহ হে অমর, কাহাতে রহিলে লাগিয়া ? হে চৈতন্যশীল, হে সুভাগা, সচেতন হও।

যাঁহাকে খুঁজিতেছ তিনি ত আছেন অমর পদের মধ্যে। কবীর কহেন, "সেই ত বুঝে এই পদ, আকাঙ্ক্ষা ও পথ যাহার এক।"

কবীরা সকলী বোলে বানী
সব ঘটমেঁ ঘর ছান্না।
অনংত লূট হোত ঘট ভীতর
ঘটকা মর্ম্ম ন পায়া॥
চৌপর খেল হোত ঘট ভীতর
জন্মকা পাসা ডারা।
দম দমকী কোঈ খবর ন জানৈ
করি ন সকৈ নিরুবারা॥
সকল অবতার জাকে মহিমংগুল
অনংত খড়া কর জোরে।
অদ্‌ভুত অগম ঔগাহ রচো হৈ
ঈ সব শোভা তেরে॥

কবীর অখণ্ড কহিতেছেন বাণী। সকল ঘটে ব্যাপ্ত করিয়াছেন তিনি (তাঁহার) ঘর। ঘটের ভিতর অনন্তের হইতেছে লুট, ঘটের মরম না পাইলাম।

ঘটের ভিতর হইতেছে অক্ষ খেলা, জন্ম পাশার ফেলিয়াছি দান। প্রতি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে যে কি খবর কেহই তাহা জানে না, না কেহ করিতে পারিতেছে তাহা নিরূপণ। সকল মহিমণ্ডল যাঁহার অবতার, সেই অনন্ত দণ্ডায়মান (ঘটের সম্মুখে) করজোড়ে। অদ্‌ভুত, অগম্য, অনবগাহ রচিয়াছ এই লীলা, এই সব তোমারই শোভা।

১০

এক নিরংতর অংতর নাহী।
হৌ সবহিনমেঁ না মৈঁ নাহীঁ॥
মোহি বিলগ বিলগ বিলগাইল হো।
এক সমানা কোই সমুঝত নাহী
জাতে জরা মরণ ভ্রম জাঈ হো।
রৈন দিবস যে তহঁবা নাহীঁ
নারি পুরুষ সমতাঈ হো॥
পঠয়ে ন জাবোঁ আনে নহি আবো
সহজ রহৌ দুনিয়াই হো।

স্থরনর মুনি জাকে খোজ পড়ে হৈঁ
কছু কছু কবীরন পাঈ হো ॥

এক (আমি) নিরন্তর, অন্তর আমার নাই। সকলের মধ্যেই আমি আছি, নহিলে আমি নাই। স্বতন্ত্র করিতে করিতে আমাকে একেবারে করিয়া দিয়াছে স্বতন্ত্র।

এক আমি সর্ব্বত্র সমাহিত, কেহই ইহা বোঝে না; বুঝিলে জরা মরণ ভ্রম যাইত চলিয়া। রাত্রি দিবস সেখানে নাই, নারী পুরুষ সেখানে সমান। পাঠাইলেও না কোথাও যাই, ডাকিলেও না কোথাও আসি, ভুনিয়াতে সহজ থাকা থাকি। সুর নর মুনি যাঁহার খোঁজে আছে পড়িয়া, তাঁহাকেই কিছু কিছু পাইতেছে কবীর।

১১

আদি অংত নহি হোতে বিরহুলী।
নহি জড় পল্লব ডার বিরহুলী॥

নিশি বাসর নহি হোতে বিরহুলী।
পবন ন পানী ন মূল বিরহুলী ॥
মাস অসাঢ়ে শীতল বিরহুলী।
বোইন চিতৌ বীজ বিরহুলী ॥
নিত গোড়ৈ নিত সীঁচৈ বিরহুলী।
নিত নব পল্লব ডার বিরহুলী ॥
ফূল এক ভল ফূলল বিরহুলী।
ফূলী রহল সংসার বিরহুলী ॥
সো ফূল লোঢ়েঁ সংত জনা বিরহুলী।
সো ফল বংদে ভক্তজনা বিরহুলী ॥
কহৈঁ কবীর সচ পায় বিরহুলী।
জো ফল চাখহু মোর বিরহুলী ॥

আদি অংত নাহি বিরহিণি ; না আছে মূল পল্লব শাখা, বিরহিণি ; নিশি বাসর নাহি হয়, বিরহিণি ; না আছে পবন জল মূল, বিরহিণি।

মাস আষাঢ় শীতল, বিরহিণি ; বপন করিয়াছে "চিত" বীজ, বিরহিণি ; নিত্য বপন

করে নিত্য সেচন করে, বিরহিণি ; নিত্য নব পল্লব শাখা, বিরহিণি ।

জল এক ফুল ফুটিল, বিরহিণি ; ফুটিয়া পুষ্পিত রহিল সংসার, বিরহিণি ; সেই ফুল স্বীকার করিল সাধক জন, বিরহিণি ; সেই ফল বন্দিল ভক্তজন, বিরহিণি।

কবীর কহেন, "সত্য পাইবে বিরহিণি, যদি আস্বাদ কর আমার ফল বিরহিণি।"

১২

বহুবিধি চিত্র বনায়কে
হরি রচিন ক্রীড়া রাস।
ঝুলত ঝুলত বহু কল্প বীতে
মনহি নহিঁ ছাড়ৈ আস ॥
কবহুঁক উঁচে কবহুঁকে নীচে
সুকৃখ দুকৃখ লে জায়।
কহৈঁ কবীর সরসী বিনতী
শরণ হরি তুব আয়।

ঝুলত গণ গংধর্ব মুনিবর

ঝূলত সুরজ চংদ ।

আপ নির্গুণ সগুণ হোকে

ঝুলিয়া আপ গোবিন্দ ।

শশী সুর রৈনী শারদী

তহাঁ তত্ত্ব পরলৈ নাহি ।

সাধু সংগতি খোজি দেখহু

তহঁ সংত বিরলে জাহি ।

বহুবিধ চিত্র বানাইয়া হরি রাসক্রীড়া করিয়াছেন রচনা। ঝুলিতে ঝুলিতে বহু কল্প হইল অতীত। তথাপি মনের আশা মিটিল না।

কখনও উচ্চে কখনও নীচে, সুখেতে দুঃখেতে লইয়া যাইতেছে এই খেলা। কবীর কহেন, "আমার সরস বিনতি, হে হরি আমি আসিয়া তোমার শরণ লইলাম।"

ঝুলিতেছে গণ, গন্ধর্ব, মুনিবর ; বুঝিতেছে

সূর্য্য চন্দ্র, আপনি নির্গুণ সগুণ হইয়া ঝুলিতে-ছেন আপনি গোবিন্দ।

শশি, সূর্য্য, শারদ, রজনী, সেখানে তত্ত্বের প্রলয় নাই। সাধু সংগতি খুঁজিয়া দেখ, সেখানে কচিতই কোন সাধক যায়।

১৩

ঝুলহি জীব জহান জহঁ লগ
কহহুঁ ন দেখো থিত ঠৌর॥

যতদূর পর্য্যন্ত ঝুলিতেছে জীব এবং জগৎ, ততদূর পর্য্যন্ত কোথায়ও দেখিতেছি না স্থিতি ও ঠাই।

১৪

শব্দ হমারা আদিকা
শব্দে পৈঠা জীব।
ফুল রহনকী টোকরী
ঘোরে খায়া ঘীব॥

শব্দ * আমার আদিম, শব্দেতেই জীব প্রতিষ্ঠিত ; শব্দই কুল থাকিবার সাজী, সাধক মন্থন করিয়া খাইয়াছেন ঘৃত।

১৫

শব্দ বিনা শ্রুতি আঁধরী
কহো কহাঁকো জায়।
দ্বার ন পাবৈ শব্দকা
ফির ফির ভট্‌কা খায়॥

শব্দ বিনা শ্রুতি অন্ধকার, শব্দ বিনা গম্য হয় না স্থির। শব্দের দ্বার যদি না মিলে, তো ফিরিয়া ফিরিয়া মরিতে হয় ঘুরিয়া।

১৬

শব্দৈ মারা গির পরা
শব্দৈ ছোড়া রাজ।

---

* বিশ্বচরাচর ব্যাপী যে একটি অস্ফুট সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে, সাধকরা তাহাকেই "শব্দ" বলেন। সঙ্গীত মাত্রকেই "শব্দ" বলে।

জিন জিন শব্দ বিবেক কিয়া
তিনকা সরি গেই কাজ॥
শব্দ শব্দ বহু অংতরে
সার শব্দ মথি লীজে।
কহহি কবীর জহাঁ সার শব্দ নহি
ধৃক জীবন সো জীজে।

শব্দের আঘাতেই হইয়াছে পতিত; শব্দের আঘাতেই ছাড়িয়াছে রাজ্য; যিনি যিনি শব্দের তত্ত্ব জানিয়াছেন, তাঁহার তাঁহার কাজই হইবে অগ্রসর।

শব্দশব্দ বহু অন্তরে, সার শব্দ লও মন্থন করিয়া। কবীর কহেন, "যেই জীবনে নাই সার শব্দ, ধিক সেই জীবন ধারণে।"

কবীর প্রেম

১

সাহিব হৈ রংগবেজ
চুনর মেরী রংগ ডারী।
স্যাহী রংগ ছুড়ায়কেরে
দিয়ো মজীঠা রংগ।
ধোয়েসে ছুটে নহী রে
দিন দিন হোত সুরংগ॥
ভাবকে কুণ্ড নেহকে জলমেঁ
প্রেম রংগ দই বোর।
দুখ দই মৈল ছুটায় দেরে
খূব রংগী ঝকঝোর॥
সাহিবনে চুনরী রংগীরে
পীতম চতুর সুজান।
সব কুছ উনপর বার দূঁ রে
তন মন ধন ঔর প্রাণ

কহৈঁ কবীর রংগরেজ পিয়া রে
মুঝপর হুএ দয়াল।
শীতল চুনরী ওঢ়িকে রে
ভঈ হৌঁ মগন নিহাল॥

আমার স্বামী বসন রঞ্জন করেন, আমার উত্তরীয় বস্ত্রে তিনি কি রঙ্গই ঢালিয়া দিয়াছেন। তাহার ময়লা রঙ্গ দূর করিয়া একেবারে হরিদ্রা রঙ্গ (মঞ্জিষ্ঠার) করিয়া দিয়াছেন। ধুইলে সে রঙ্গ উঠে না। দিন দিনই সেই রঙ্গ উজ্জ্বল হইতেছে।

ভাবের কুণ্ডে প্রীতির জলে তিনি প্রেম রঙ্গ গুলিয়া দিয়াছেন। দুঃখ দিয়া ময়লা দূর করিয়া উত্তরীয় খানিকে খুব চমৎকার রঙ্গাইয়া দিয়াছেন।

আমার স্বামী আমার উত্তরীয় রঙ্গাইয়া দিয়াছেন, তিনি পরম জ্ঞানী ও পরম সহৃদয়। আমার তনু মন ধন প্রাণ সব সেই চরণে ডালি দিব।

কবীর কহেন, "আমার রঞ্জক স্বামী আমার প্রিয়তম, আমার প্রতি তিনি হইলেন দয়ালু। শীতল উত্তরীয় পরিধান করিয়াই আমি তাহার প্রেমে ও পরমানন্দে মগ্ন হইয়া গিয়াছি।"

২

কব পিয়া মিলিহৌ সনেহী আয় ॥
লোভ মোহকো জার বনো হৈ
তামেঁ রহ্যৌ উরঝায়।
জাকী সাঁচী লগন লগী হৈ
সো বা ঘরকো জায় ॥
সুরত সমানী চিতমেঁ মেরী,
পূঁরৌ নিরত লৌ লায়।
পিয়া বিনা যোঁ প্যারী তলফৈ
তলফ তলফ জিয় জায় ॥
চলো সখী বা দেসৈ চলিয়ে
জহাঁ পুরুষকো ঠাঁয়।

সবহি পিয়াস পূরণ হোত হৈ
তনকী তপন বুঝায় ॥
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো
রাগ সুনো চিত লায় ।
প্রেম পান পাঁজী জো পাবৈ
সো রা লোকৈ জায় ॥

সেই প্রেমিক প্রিয়তম কবে আমাকে দেখা দিবেন ? লোভ মোহের কাছে যে আপনাকে নিবেদন করিলাম, তাহাতেই যে রহিলাম আবদ্ধ হইয়া। সত্য প্রেম যাহার প্রাণে লাগিয়াছে সেই কেবল সেই (প্রিয়তমের) গৃহে যায়।

আমার চিত্তে প্রেম সমাহিত হইয়াছে। (গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে), প্রেমকে বৈরাগ্য পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া (আমার প্রেমকে) আমি পরিপূর্ণ করিব। প্রেমিকের বিরহে প্রেমিকার (যেমন) চিত্ত ছট্‌পট্‌ করিতে

থাকে, ছট্‌পট্‌ করিতে করিতে একেবারে তাহার প্রাণ যায়।

ওগো সখি, সেই দেশে চল যেখানে প্রিয়তমের ধাম, সকল তৃষ্ণাই সেখানে তৃপ্ত হয়, সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়। কবীর কহেন, "হে ভাই সাধু, চিত্তকে (সর্ব্ব আশ্রয় হইতে) লইয়া আসিয়া সেই রাগিণী শ্রবণ কর। প্রেমরস পানরূপ পন্থা (স্বামীর ধামে গমনের) যে পাইয়াছে, সেই স্বামীর ধামে উপনীত হইয়াছে।"

৩

প্রীত লগী তুব প্রেমকী
পল বিসরৈ নাহীঁ।
নজর করো অব মাশূককী
মোহিঁ মিলো হো সাঈঁ॥
বিরহ সতারৈ মোহিকো
জিব তড়পৈ মেরা।

তুম দেখনকী চাব হৈ
প্রভু মিলো সবেরা ॥
নৈন তরসৈ দরসকো
পল পলক ন লাগৈ।
দর্দবন্দ দীদারকা
নিস বাসর জাগৈ ॥
জো অবকে পীতম মিলৈঁ
করূঁ নিমিষ ন ন্যারা।
অব কবীর পিয়া পাইয়া
মিলা প্রাণ পিয়ারা ॥

তোমার প্রেমে আমার প্রেম লাগিয়াছে, আব তো এক পল ভুলিয়া থাকিতে পারি না। তোমাতে যাহার মন মজিয়াছে তাহার প্রতি একবার চাহিয়া দেখ, হে স্বামী, আমার সহিত একবার মিলিত হও।

বিরহ বড় ব্যথা দিতেছে আমাকে, হে প্রিয়তম, আমার প্রাণ ছট্‌পট করিতেছে। তোমাকে দেখিতে চাহে (প্রাণ

আমার), হে প্রভু, ত্বরায় তুমি আসিয়া মিলিত হও। তোমার দরশনের জন্য তৃষিত আমার নয়ন, পলের জন্য সে নয়নে পলক পড়ে না। দরদের দরদী পরম সুন্দর প্রিয়তমের জন্য নিশিদিন (নয়ন আমার) জাগে।

এবার যদি দেখা পাই আমার প্রিয়তমের, তবে কি আর নিমেষের জন্য তাঁহাকে অন্তর করি? কবীর এখন তাহার প্রিয়তমকে পাইয়াছে, তাহার প্রাণের প্রিয়তম মিলিয়াছে।

৪

আজ সুহাগকী রাত পিয়ারী।
ক্যা সোবৈ মিলনেকী বারী॥
আয়ে প্রানন বজাবত বাজন।
বনরী চাঁপ রহী মুখ লাজন।
খোল ঘূংঘট মুখ দেখৈগা সাজন॥
নৈন সোহৈ অঁসুআ হাথ যুগনকী মালা।
কা মাংগনকো আয়ে অংগনা উজালা॥

কহত কবীর চিত দরশন লীজৈ।

অব মন মানে সোঈ সোই কীজৈ ॥

ওগো প্রেমময়ি, আজ তো সৌভাগ্যের রাত্রি আসিয়াছে, মিলনের লগ্নে কেন গিয়া রহিলে শয়ন করিয়া ?

আজ প্রাণে প্রাণে তিনি রাগিণী বাজাইয়া আসিতেছেন। বধূ, লজ্জায় এখন মুখ ঢাকিয়া রহিল ? ওগো, অবগুণ্ঠন (এখন) উন্মোচন কর, প্রিয়তম তোমার মুখখানি দেখিতে চান।

নয়নে তাহার প্রেমের অশ্রু, হস্তে তাঁহার যুগ যুগান্তের মালা ; কি ভিক্ষা করিতে তিনি (আমার ঘরে) আসিয়াছেন ? আমার অঙ্গন যে আজ উদ্ভাসিত।

কবীর কহেন, "আজ চিত্ত-দরশন গ্রহণ কর। যেমন যেমন করিলে তোমার মন প্রবোধ মানে, তেমন তেমন করিয়াই তাঁহাকে গ্রহণ কর।"

৫

বহুত দিননমেঁ প্রীতম আয়ে।
ভাগ ভলে ঘর বৈঠ পায়ে ॥
মংগলচার মহা মন রাখো।
প্রেম রসায়ণ চিতসে চাখো ॥
মন্দির মহা ভয়ে উজিয়ারা।
লৈ বৈঠী অপনো পিয় প্যারা ॥
মৈঁ ব্যাকুল যো নৌনিধি পাঈ।
কৈঁসে করূ পিয় তুমরী বড়াঈ ॥
কহৈঁ কবীর হম কছু নহিঁ কীনহা।
সহজ সোহাগ পিয়া মোহিঁ দীন্‌হা ॥

বহুদিন পরে প্রিয়তম আমার আসিয়াছেন। ভাগ্য ভাল, আমার ঘরে বসিয়া তাঁহাকে পাইলাম।

মনের মধ্যে মহা মঙ্গলাচরণ রাখ, চিত্তের দ্বারা প্রেম রসামৃতের আস্বাদ গ্রহণ কর।

মন্দির আমার কি চমৎকার উজ্জ্বলই

হইয়াছে! আমি আপন প্রিয়তম স্বামীকে লইয়া বসিয়াছি!

হে আমার জীবনের অভিনব নিধি, তোমাকে পাইয়া আমি অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি। কেমন করিয়া আজি তোমার সম্মান করিব, হে প্রিয়তম?

কবীর কহেন "আমি তো কিছু করিতে পারি নাই, তথাপি প্রিয়তম আমাকে তাঁহার সহজ সোহাগ দান করিয়াছেন।"

৬

হুঁ বারী মুখ ফের পিয়ারে।
করবট দে মোহি কাহে কো মারে॥
দাঝ ভলা ন করবট তোরী।
লাগ গলে সুন বিনতী মোরী॥
হম তুম বীচ ভয়া নহি কোঈ।
তুমহি সো কংত নারি হম হোঈ॥

আমি তরুণী (তোমার মিলনাকাঙ্ক্ষিনী) আমার দিকে ফিরিয়া চাও, হে প্রিয়তম।

(আমা হইতে) মুখ ফিরাইয়া কেন আমাকে মারিতেছ ? অগ্নি দিয়া দগ্ধ করাও ভাল কিন্তু অসহ্য তোমার বিমুখতা। আলিঙ্গন কর আমাকে, শোন আমার মিনতি।

তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান ত কেহই হয় নাই, তোমার মত কান্তেরই তো পত্নী আমি হইতে পারি।

কবীর কহেন, "ওগো আমার প্রিয়তম, তবে এখন কেন (আমার প্রতি) তোমার প্রীতি না হইবে ?"

৭

সূতল রহলূঁ মৈঁ নীদঁ ভরি হো
পিয়া দিহলৈঁ জগায় ॥
চরণ কঁবলকে অংজন হো
নৈনা লেলূঁ লগায়।
জাঁসো নিদিয়া ন আবৈ হো
নহি তন অলসায় ॥

পিয়াকে বচন প্রেম সাগর হো
চলুঁ চলী হো নহায় ।
জনম জনমকে পাপরা
ছিনমেঁ ডারব ধোরায় ॥
যহি তনকৈ জগ দীপ কিয়ো
প্রীত বতিয়া লগায় ।
পাঁচ তত্তকৈ তেল চুআয়ে
ব্রহ্ম অগিন জগায় ॥
প্রেম পিয়ালা পিয়াইকে হো
পিয়া দিয়ো বৌরায় ।
বিরহ অগিন তন তলফৈ হো
জিয় কছু ন সোহায় ॥
উঁচ অটরিয়া চঢ়ি বৈঠলুঁ হো
জহঁ কাল ন জায় ।
কহৈঁ কবীর বিচারকে হো
জম দেখ ডরায় ॥

ওগো, যখন নিদ্রাভরে আমি শুইয়াছিলাম, তখন প্রিয়তম আমাকে জাগাইয়া দিলেন।

ওগো, আমি তাঁর চরণ কমলের অঞ্জন নয়নে লইলাম লাগাইয়া। এখন না আসে আমার নিদ্রা, না আসে আমার অঙ্গে আলস্য! প্রিয়তমের বচন প্রেমের সাগর, ওগো, চল তাহাতে যাই স্নান করিয়া, জনম জনমের যত মলিনতা সব এক মুহূর্ত্তে করিয়া ফেলি ধৌত।

বিশ্ব আমার এই তনুকে দীপ করিয়াছে। প্রীতির বর্ত্তি তাহাকে তাহাতে লাগাইয়া, পঞ্চতত্ত্বের তৈল চুয়াইয়া ব্রহ্ম অগ্নি জ্বালাইয়া তুলিয়াছে। প্রেম পেয়ালা পান করাইয়া প্রিয়তম আমাকে তো দিয়াছেন পাগল করিয়া, এখন বিরহ অগ্নিতে তনু করে ছটফট, ওগো, আর তো প্রাণে কিছুই লাগে না ভাল।

উচ্চ সৌধে উঠিয়া বসিয়াছি, যেখানে মৃত্যুর নাই অধিকার। কবীর বিচার করিয়া কহিতেছেন, "মৃত্যু এখন দেখিয়া পাইতেছে ভয়।"

৮

রাগকী চোট লগী হৈ তনমেঁ
ঘর নহী চৈন চৈন নহিঁ বনমেঁ ॥
ঢূরত ফিরেঁ। পীর নহি পাওঁ ।
ঔষধ মূর খায় গুজরাওঁ ॥
তুমসে বৈদ ন হমসে রোগী ।
বিন দীদার ক্যোঁ জিয়ে বিয়োগী ॥
একে রংগ রংগী সব নারী ।
ন জানো কো পিয়কী প্যারী ॥
কহৈঁ কবীর কৌঈ গুরমুখ পাৱে ।
বিন নৈনন দীদার দিখাবৈ ॥

রাগিণীর আঘাত লাগিয়াছে আমার তনুতে, এখন ঘরেও নাই আমার স্বস্তি, বনেও নাই আমার স্বস্তি।

ফিরিতেছি অন্বেষণ করিয়া, কই প্রিয়তমকে তো পাইলাম না।

এখন দিন কাটাইতেছি কত ঔষধ মূল খাইয়া (বেদনা দূর হইল কৈ ?)।

তোমা হইতে বড় বৈদ্য আর কোথায়, আমা হইতে অসাধ্য রোগীই বা কোথায় ? হে পরম সুন্দর, তোমাকে ছাড়া বিরহিনী বাঁচে কেমন করিয়া ?

তিনি এক রঙ্গে সকল নারীকে রঙ্গী করিয়া প্রেমে ব্যাকুল করিয়াছেন। কে যে তাঁহার অধিক প্রিয় তাহাতো বুঝিলাম না।

কবীর কহেন, "পাইতাম যদি গুরুর মত গুরু, যে বিনা নয়নে দেখাইতে পারে সেই পরমসুন্দরকে।"

৯

চলী মৈঁ খোঁজমেঁ পিয়কী।
মিটী নহিঁ সোচ য়হ জিয়কী
রহৈ নিত পাসহী মেরে।
ন পাউঁ য়ারকো হেরে॥
বিকল চহুঁ ওরকো ধাউঁ।
তবহু নহি কন্তকো পাউঁ॥

ধন্নঁ কেহিঁ ভাঁতসে ধীরা।
গয়ো গির হাতসে হীরা॥
কটী জব নৈনকী ঝাঙ্গীঁ।
লখো তব গগনমেঁ সাঙ্গীঁ॥
কবীরা শব্দ কহি ভাসা।
নৈনমেঁ য়ারকো বাসা॥

এই জীবনের তাপ তো মিটিল না। আমি চলিলাম আমার প্রিয়তমের অন্বেষণে। রহিয়াছে সে যে নিত্য আমার পাশে পাশে, তবু হায় সেই বন্ধুর মিলিল না দেখা!

ওগো বিকল হইয়া আমি চারি দিকে ধাই, তবুতো হায় পাইলাম না কান্তের দেখা।

কেমন করিয়া আমি ধৈরজ ধরি? আমার হাত হইতে যে হীরা গেল পড়িয়া খসিয়া!

নয়নের পরদা যখন হইবে দূর, তখন দেখিব যে আকাশে পরিপূর্ণ করিয়া দীপ্যমান আমার স্বামী।

কবীর বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিয়া

কবীর

বলিতেছেন, "সেই পরম বন্ধু আমার নয়নেই করেন বাস।"

১০

দরশ তুম্হারে দুর্লভ
মৈঁ তো ভঈ হূঁ দিবানী॥
ঠার ঠার পূজা করৌঁ
মিল সখি সয়ানী।
পিয়কৈ মরম ন জানহীঁ
সব ভর্ম্ম ভুলানী॥
বৈস গঈ পিয় না মিলে
জর জাত জবানী।
আয় বুঢ়াপা ঘের লিয়ো
অব কা পছিতানী॥
পাননসী পিয়রী ভঈ
দিন দিন পিয়রাণী।
আগ লগে উহি জোবনা
সোবৈ সেজ বিরাণী॥

অজহুঁ তেরো না ভয়ো
সুনহুঁ সত গানা।
কহৈঁ কবীর ধর্ম্মদাসসে
গহু পদ নির্বানা॥

দরশন তোমার দুর্লভ, হে প্রিয়তম, আমি তো পাগলিনী হইয়া গেলাম!

সখিদের সঙ্গিনীদের লইয়া কত ঠাঁই ঠাঁই পূজা করিয়া মরিলাম। প্রিয়তমেরই জানিলাম না মরম, ভুলিয়া রহিলাম সকল ভ্রমে।

বহিয়া গেল বয়স, প্রিয়তম না মিলিল, যৌবন গেল জ্বলিয়া। জরা এখন আসিয়া ঘিরিল, বৃথা আর কেন এখন অনুতাপ করা? (পক) পর্ণের ন্যায় আমার বর্ণ হইয়া গেল পীত, দিন দিন দেহের বর্ণ হইয়া গেল বিবর্ণ।

আগুন লাগুক সেই যৌবনে, যাহা পর-শয্যায় করে শয়ন, (প্রিয়তমকে ভিন্ন অন্যকে করে গ্রহণ)।

ওরে আজও প্রিয়তম তোর হইল না;
ওই শোন (তাঁর) সত্য রাগিণী।

কবীর কহেন ধর্ম্মদাসকে, "তুমি নির্ব্বাণ-পদকে কর লাভ।"

১১

দরমাংদা ঠাঢ়ো তুম দরবার॥
তুম বিন সুরত করৈ কো মেরী
দরসন দীজৈ খোল কিরাড়।
তুম সম প্যার উদার ন কোউ
সর্বন সুনিয়ত সুজস তুম্হার॥
মাংগৌ কৌন রংক সব দেখৌ
তুমহিতেঁ মেরো নিস্তার॥
কহত কবীর তুম সমরথ দাতা।
পূরণ পদকো দেত ন বার॥

ভিখারী তোমার দরবারে দণ্ডায়মান। তুমি বিনা কে আর আমাকে করিবে তৃপ্ত, দরশন দাও, খোল তোমার দ্বার।

তোমার মত প্রেমিক তোমার মত উদার

আর নাহি কেহ, সর্ব্বত্র শুনিতেছি তোমারই সুযশ; মাঙ্গিব আর কার কাছে, সবাই দেখিতেছি অতিশয় দীন, কেবল তোমা হইতেই আমার নিস্তার।

কবীর কহেন, "তুমি সমর্থ দাতা, যদি পূর্ণ পদ দান করিতে চাও, তবে আর বাধা কোথায়?"

১২

সুনহ অহো মেরী রাঁধ পরোসিন
আজ সোহাগিন আনন্দ ভরী ॥
প্রেমবান পীতমনে মারের
সোরততেঁ ধন চৌক পরী।
বহুত দিননতেঁ গঙ্গ মৈঁ খেলন
বিন প্রীতুম অব ভটক মরী ॥
জব প্রীতমকী ধুন সুন পাঈ
ছোড়ি খেলন ভঈ বিলগ খড়ী।
দীপক প্রেম লিয়ে কর অপনে
নিরখ পুরুষ ভঈ মোদ ভরী ॥

দেখ পিয়াকো রূপ মগন ভঈ
নিরখ পীঠপর ধায় চঢ়ী ।
করত বিলাস পিয়া অপনে সংগ
দেহ প্রাণ পর প্রেম ভরী ॥
সুখ সাগরসে বিলসন লাগী
বিছুরে পিয়ধন মিলি জো গঈ ।
কহৈঁ কবীর মিলি জব পিয় তেঁ
জন্ম জন্মকী অমর ভঈ ॥

ওগো আমার প্রতিবেশিনী, ওগো আমার ব্যথার ব্যথী, আজ তাঁহার সোহাগিনী (আমি) আনন্দে পরিপূর্ণ। প্রিয়তম মারিয়াছেন প্রেমের বাণ, নিদ্রা হইতে ধনী (আমি) অমনি চমকিয়া উঠিয়া পড়িল।

বহুদিনে আমি গেলাম খেলিতে। প্রিয়তম বিনা এখনও আমি মরিতেছি ঘুরিয়া ঘুরিয়া। যেই শুনিলাম প্রিয়তমের সুর অমনি সমস্ত খেলা ছাড়িয়া দাঁড়াইলাম স্বতন্ত্র হইয়া।

প্রেমদীপ হস্তে লইয়া স্বামীকে দেখিলাম—
চিত্ত আমার ভরিয়া গেল আনন্দে।

প্রিয়তমের রূপ দেখিয়া একেবারে আনন্দে মগ্ন হইয়া গেলাম, (দর্শন করিবামাত্র) তাঁহার সিংহাসনের উপর চড়িয়া বসিলাম। আপনার প্রিয়তমের সহিত প্রেমবিলাস করিতে করিতে দেহ প্রাণ প্রেমে লইলাম পরিপূর্ণ করিয়া।

বহুদিনের পর পত্নী যে পাইয়াছে বিচ্ছিন্ন বল্লভকে, আজ সে সুখসাগরের মধ্যে (প্রেমরস) বিলাসে মগ্ন। কবীর কহেন, "যে দিন হইতে প্রিয়তমের সহিত হইয়াছে মিলন, সে দিন হইতে জন্মজন্মের জন্য করিয়াছি অমৃতত্ব লাভ।"

১৩

অব তোহি জান ন দোঁ পিউ প্যারে।
জোঁ ভাবৈ তোঁ রহো হমারে॥

বহুত দিননকে বিছুড়ে পায়ে।
ভাগ ভলে ঘর বৈঠে আয়ে॥
চরনন লাগ করৌ সেবকাঈ।
প্রেম প্রীত রাখৌ অরুঝাঈ॥
আজ বসৌ মম মন্দির চোখে।
কহৈঁ কবীর পড়ৌঁ নহিঁ ধোখে॥

হে প্রিয়তম প্রেমিক, এখন আর ত তোমাকে যাইতে দিব না। তোমার যেমন খুসী তেমন করিয়া তুমি আমার হইয়া থাক।

বহুদিনের বিচ্ছেদের পর পাইলাম তোমাকে। কি সৌভাগ্য যে ঘরে বসিয়াই তোমাকে পাইলাম। এখন তোমার চরণপ্রান্তে লীন হইয়া, তোমার সেবক হইয়া, আমার প্রেম প্রীতি ব্যাপ্ত করিয়া, তোমাকে বন্ধন পরাইব।

আজ বাস কর আমার পরমসুন্দর মন্দিরে। কবীর কহেন, "এখন আর আমি পড়িব না কোন ধোথায়।"

১৪

অবিনাসী দুলহা কব মিলিহৌ
আদি অন্ত কমাল ॥
জল উপজী জলহী সোঁ নেহা,
রটত পিয়াস পিয়াস।
মৈঁ ঠাঢ়ী বিরহিন মগ জোউঁ
প্রীতম তুমরী আস ॥
ছোড়ের গেহ নেহ লগী তুমসোঁ,
ভঈ চরন লর লীন।
তালাবেলি ঘট ভীতর
জৈসে জল বিন মীন ॥
দিবস ন ভূখ রৈন নহি নিদ্রা,
ঘর অংগনা ন সুহায়।
সেজরিয়া বৈরিন ভঈ হমকো,
জাগত রৈন বিহায় ॥
হম তো তুম্হারী দাসী সজনা
তুম হমরে ভরতার।

প্রেম দয়াল দয়া কর আরো
বেদন দেখনহার ॥
কৈ হম প্রাণ তজতু হৈঁ প্যারে
কৈ অপনী কর লের ।
দাস কবীর বিরহ বাঢ়ের
হমহুঁ কো দরসন দের ॥

যিনি অমৃত, যিনি দুর্লভ, যিনি আদিতে ও অন্তেতে পরিপূর্ণ সার্থকতা, সেই পরম স্বামীর সহিত কবে হইব মিলিত ?

উৎপন্ন হইলাম জলের মধ্যে, জলের প্রতিই আমার প্রেম, অথচ পিপাসায় জল জল বলিয়াই করিতেছি চীৎকার ।

হে প্রিয়তম, আমি বিরহিণী, তোমার আশায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তোমার পথ চাহিয়া আছি ।

তোমাতেই আমার মন মজিয়াছে, তাইতো আমি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি । তোমার চরণে আমার ধ্যানকে মগ্ন করিয়া দিয়াছি ।

আমার অন্তরের মধ্যে আমার প্রাণ জলহীন মীনের মত ছটফট করিতেছে।

দিবসে আমার নাই ক্ষুধা, রাত্রে আমার নাই নিদ্রা। গৃহ অঙ্গন কিছুই আমার লাগে না ভাল। শয্যা আমার হইয়াছে শত্রু, জাগিয়া জাগিয়া আমার পোহায় রাত্রি।

হে স্বজন, আমি তো তোমার দাসী, তুমিতো আমার স্বামী। হে প্রেমদয়াল, তুমি দয়া কর, হে ব্যথার ব্যথী, তুমি আমার নিকটে এস।

হয় আমাকে লও তোমার আপনার করিয়া, নয়তো হে প্রিয়তম, আমি এ প্রাণ করিতেছি ত্যাগ। দাস কবীরের বিরহ হইয়াছে অতিশয় তীব্র, দরশন দাও গো আমাকে দরশন দাও।

১৫

হুআ জব ইশ্ক মস্তানা।
কহৈঁ সব লোগ দীরানা॥

জিসে লাগী সোঈ জানা।
কহেসে দর্দ ক্যা মানা॥
মৈঁ তেরা দাস হুঁ বংদা।
তুঝীকে নেহমেঁ ফংদা॥
মমতকী থানমেঁ ডুবা।
কহো কস মিলে মহবূবা॥
সাহব টুক মেহরসে হেরো।
দাসকো খণ্ডসে ফেরো॥
কবীরা তালিবা তেরা।
কিয়া দিল বীচমেঁ ডেরা॥

প্রেমে যখন মত্ত হইলাম তখন সকল লোকে আমাকে বলিল পাগল। (প্রেমের বেদনা) যাহার বাজিয়াছে সেই সে জানে; বাক্যে কি সেই বেদনার কোন শান্তি আছে?

আমি তোমার দাস, আমি তোমার সেবক। তোমার প্রেমেইতো আমি বন্ধন করিয়াছি গ্রহণ। এখনও যে মমত্বের গহ্বরে

রহিলাম ডুবিয়া, বল সেই প্রেমময়কে পাইব কেমন করিয়া ?

হে স্বামী, প্রসন্ন নয়নে একটুখানি আমার দিকে চাও। এই দাসকে খণ্ডতা হইতে নিবৃত্ত কর। কবীর তোমার প্রেমে মজিয়াছে, অন্তরের মধ্যে সে লইয়াছে ডেরা (আশ্রয়)।